তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা,২০১৯

১। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা "তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২। **পটভূমি:**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করবেন। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

৩। **উদ্দেশ্য:**

মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে সাংবাদিকদের কার্যক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। **পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:**

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রতি ক্ষেত্রে (চ ব্যতীত) দুইটি করে (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রদান করা হবে। যথা:

(ক) মন্ত্রণালয়
(খ) বিভাগীয় কার্যালয়
(গ) জেলা কার্যালয়
(ঘ) উপজেলা কার্যালয়
(ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি)
(ছ) তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য যেকোনো কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, আপীল কর্তৃপক্ষ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

৫। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা কার্যালয় /উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত সূচকে মোট ১০০ নম্বর (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে ৫০ নম্বর) বিবেচনা করা হবেঃ

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়//উপজেলা কার্যালয় নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন	১০
২	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইট মূল্যায়ন	১০
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	১০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ	১০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ১. ওয়েবসাইট ও ২. বিলবোর্ড/নোটিশবোর্ডে প্রকাশ।	 ০৫ ০৫
৬	১. তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	০৫ ০৫
৭	১. দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ২. আপীল নিস্পত্তির হার	০৫ ০৫
৮	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	১০
৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (উর্দ্ধক্রমানুযায়ী)	১০
১০	অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১০

ছক: পুরস্কারযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর	২০
২	১. তথ্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত আবেদন সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	১০ ১০
৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (উর্ধ্বক্রমানুযায়ী)	২০

ছক: পুরস্কারযোগ্য তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটি) নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ: ১. তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান ২. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৩. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI ক্যাম্প আয়োজন ৪. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI মেলা আয়োজন ৫. তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারী তৈরী (নাটক/গান/অন্যান্য)	 ৮ ৮ ৮ ৮ ৮
২	তথ্য প্রদান ইউনিট সংখ্যা ও নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা এবং নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যা (নারী ও পুরুষ)।	৫+৫+১০=২০
৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন- ১. আলোচনা সভা ২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩. র‍্যালী ৪. যোগাযোগ উপকরণ তৈরী/ বিতরণ	 ০৫ ০৫ ০৫ ০৫
৪	নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রেরিত/প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর সংখ্যা	১০+১০=২০

ছক: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিক নির্বাচনের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর
১.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা?	১০
২.	অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য তিনি গত ১ বছর আরটিআই ফরমেট অনুযায়ী মোট কতগুলো আবেদন করেছেন এবং কতগুলোর তথ্য পেয়েছেন?	১০
৩.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন সংবাদপত্রে (প্রিন্ট মিডিয়া) প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৪.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৫.	প্রতিবেদনের মান কেমন তা বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন	২০

বি:দ্রঃ প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য ৩ নং ক্রমিক প্রযোজ্য এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকদের জন্য ৪ নং ক্রমিক প্রযোজ্য।

৬। **তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন:**

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন।

কমিটি:

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	আহবায়ক
তথ্য কমিশনার-১, তথ্য কমিশন	সদস্য
তথ্য কমিশনার-২, তথ্য কমিশন	সদস্য
সচিব, তথ্য কমিশন	সদস্য
পরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

গঠিত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন। কমিটিতে প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৮। **পুরস্কারের মান:**

পুরস্কার হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং প্রথম পুরস্কার ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। অসাধারণ অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

০৪.০২.২০২১

(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, ঢাকা।